সংবাদ

তারিখ ... ২৯।১১।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ১ ...

092

ভোজবাজির খেলায় অদৃশ্য স্কুল

'কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই।' কথাটা নিছক প্রবচন নয়, বাস্তবেও এমন ধরনের ব্যাপার ঘটে। খাতায় হিসেব ঠিকই থাকে। কিন্তু হিসের যা নিয়ে সেটারই নিশানা চোখে পড়ে না। ঐ কাজীর কেতাবের ধরনের হিসেব দেখানোর আদর্শ দৃষ্টান্ত "ডোমার থানা পরিষদ আদর্শ প্রাইমারী স্কুল।" স্কুলের নাম আছে স্থানীয় শিক্ষা অফিসে খাতাপত্রে। তার চেহারা বলতে আর কিছু কোথাও নেই। শিক্ষা অফিসের খাতায় অবশ্য আছে আদর্শ প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দু'শ' নয় আর পাঁচজন শিক্ষক। ভোজবাজির খেলায় স্কুলের ভিটার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে "চোটরাওতা একরামিয়া ফোরকানীয়া মাদ্রাসা, যার ভিতরে জনাকয়েক ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে। দু'শর বেশী ছাত্র-ছাত্রী ও পাঁচজন শিক্ষকসমেত গোটা স্কুলটি যাদু বলে একেবারে হাওয়া।

মন্ত্রশক্তির এতখানি জোরের নজির ইদানীংকালে দেখা যায় না। ঐ "আদর্শ" সরকারী প্রাইমারী স্কুলটি শুধু নয়, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীসহ উবে গেছে আরো ছয় ছয়টি প্রাইমারী স্কুল, যেগুলো বেসরকারী। এসব স্কুলের নাম, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সংখ্যার হিসেব শিক্ষা অফিসের ফাইলে আছে এবং মাসে মাসে তাদের রিপোর্টও শিক্ষা অফিসে নিয়মিত পৌঁছায়। পৌঁছানোর কথা অর্থের কারণে। সরকারী স্কুলের যাবতীয় খরচ সরকারের। আর বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের ষাটশতাংশ ভাতা হিসেবে সরকারী তহবিল থেকে দেয়া হয়। উবে যাওয়া সাতটা স্কুলের নামে, শিক্ষকদের নামে বিল তৈরী হয়, পাস হয়ে যায় এবং টাকা দিয়ে দেয়া ও নিয়ে নেয়া হয় নিশ্চয়ই। এগুলো কিভাবে হয়, কারা করে সেটাই রহস্যময় কথা। এই ভুতুড়ে কাণ্ড বছরের পর বছর চলছে। অথচ বিভাগীয় ব্যক্তিরা কিছুই জানেন না এটাও তো ভাবতে অবাক লাগে। অনিয়োর কারণে দূরের স্কুলগুলো দেখতে যাওয়া ঠিক হয়ে ওঠে না হয়তো। কিন্তু সেগুলোর অস্তিত্বই যে বিলীন হয়েছে তাও কেউ ঠাহর করে উঠতে পারেন না। উপজেলা প্রশাসন দপ্তরের সিকি মাইলের মধ্যে 'থানা পরিষদ আদর্শ প্রাইমারী স্কুল' ভবনটি ছাত্র শিক্ষক সমেত নাপাত্তা হয়ে তার জায়গায় একটা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা চালু হয়েছে তার এত্তেলা স্থানীয় কর্মকর্তারা পাননি, তাদের কারো চোখে কি পড়েনি এটা কেমন কথা। চোখ কান বন্ধ করে একেবারে বেখেয়ালে না থাকলে তো এমন ঘটে না।

অন্য রকম ঘটতে পারে আর যে কারণে যে কারণে সেটা ভিতরে ও বাইরের গোপন যোগাযোগে। বিল যারা বানায় ও যারা পাস করেন আর বিলের টাকা যাদের হাতে পৌঁছায় তাদের মধ্যে তলে তলে লেন-দেনের ব্যাপার থাকলে এমন ভোজবাজির খেলা ভাল চলতে পারে। সাত সাতটা অদৃশ্য স্কুলের ব্যাপারে এধরনের কিছু না থেকে থাকলে আর কি ছিল সেটাই প্রশ্ন। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন কি? স্কুলের খোঁজ নেই, টাকা যায়, পাঠানো বই বিলি না হয়ে অন্যখানে পচতে থাকে, অথচ বিভাগীয় কর্মকর্তার অফিস আছে, সে অফিসে লোক-জনও কাজ করে। এদের সকলের কাজের নমুনা তো এই। দায়িত্ববোধের পরিচয় বিন্দুমাত্র নেই, অকাজের নজির আছে—এইভাবেই তো ডোমারের শিক্ষার কাজ চলছে। একটা উপজেলার এই অবস্থার কথা জানা গেছে আমাদের প্রতিনিধি খোঁজখবর নিয়েছিলেন বলে। দেশের আর সব উপজেলায় একই অবস্থা বিরাজ করছে কিনা তা জানার জন্য সরকার একটু কষ্ট স্বীকার করুন না। লোকের ধারণা সবখানেই সমান অবস্থা। এ ধারণা সত্যি কিনা তা তদন্ত করে দেখা হোক। আর ধারণা যথার্থ হলে ভূত তাড়িয়ে ভুতুড়ে কাণ্ড বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।